R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই ও ১৩ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২১শে ও ২৮শে জুন, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে বিদেশী গুপ্তচরের ফরাক্কা টহল নিরাপত্তার ব্যাপারে ঢিলেমিতে নাশকতার প্লট উপযুক্ত

ধ্রুব চৌধুরী : ফরাক্কায় নাশকতামূলক কাজের আশঙ্কা বিষয়ে কেউই দ্বিমত হবেন না যে, বছরখানেক থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিষয়ে যা ঢিলে ঢালা অবস্থা তাতে নাশকতা কাজের প্লট খুবই উপযুক্ত এবং এখনো তার কোন হেরফের ঘটেনি বলা চলে। ফরাক্কা বাঁধের ভাটিতে এক মাইল এবং এক মাইল উজানে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং বর্তমানে আরো কড়াকড়ি করা হয়েছে ইত্যাদি সংবাদ হাস্যকর মনে হবে যখন দেখবেন যে (২৩ জুন আমার দেখার সময়) দুপুরে গোটা পনের জেলে ডিঙি অবাধে মাছ ধরছে পায়ার ফাঁকগুলিতে অবশ্য ভাটিতে। উজানে এমনিতেই মাছ ধরা অসুবিধে স্রোতের তোড়ে। আর একটি দৃশ্য চোখে পড়ল—প্রহরারত কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর জনৈক কর্মীর নাইলনের সুতো ও রুমালের সাহায্যে ইলিশ মাছ আদায়। পায়ার ফাঁকে মাছ ধরারত নৌকার উপর সুতোয় ঝোলান রুমাল নামিয়ে দেওয়া হল, তারপরেই উঠলো 'ইলিশ'। অপর দৃশ্য ফ্লাংক ওয়ালের দক্ষিণে। সেখানে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শয্যা থেকে পড়ে রোগীর মৃত্যু, ফরাক্কা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা 'পশুরও অধম'

বিশেষ সংবাদদাতা, ফরাক্কা, ২০ জুন—জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ কোন অসুস্থ ব্যক্তি জীবনে কি ছেদ টানতে চান? যাঁরা চান না তাঁদের আহ্বান জানান হচ্ছে না। যাঁরা চান তাঁদের একবার 'ট্রাইলাক' বিশ্বাসে ফরাক্কা ব্যারেজ হাসপাতালে ভরতি হবার সাদর আহ্বান জানান হচ্ছে। চাই কি, একবার ভরতি হবার পর ফল হাতে হাতে। এই তো সেদিন গত ১৬ কি ১৭ জুন ব্যারাজ হাসপাতালে ভরতি এক রোগী বিছানা থেকে পড়েই অক্কা। কি সুন্দর ব্যবস্থা! এই সুন্দর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু লোক অযথা হৈ-চৈ শুরু করে পরে মিইয়ে গেলেন। বড়-ছোট-মাঝারি সব নেতারা এসে একটি

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধান ও সভাপতি নির্বাচনে অনৈক্যের সুর

নিজস্ব সংবাদদাতা—পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসন বন্টনের মত মহকুমার অঞ্চলে অঞ্চলে প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ নিয়েও ফ্রন্টের তিন শরিকের মধ্যে অনৈক্যের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশেষ করে রঘুনাথগঞ্জ—১ ও ২, সুতি—১ ও ২নং ব্লকে। এই সব ব্লকের বহু অঞ্চলে সি পি এম, আর এস পি সমঝোতা না হোলে তাঁদের কেউই একক কর্তৃত্ব পাবেন না। রঘুনাথগঞ্জ—১নং ব্লকের কাসুপুর, জরুর, দফরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অবস্থা বেশ ঘোরালো। প্রধান হওয়ার লোভে অনেকেই দল বদলে আগ্রহী হয়ে ওঠায় ফ্রন্টের শরিকদলের নেতারা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। খবরে প্রকাশ কোন একটি অঞ্চলে সি পি এম ও ফঃ ব্লক কংগ্রেসের নির্দ্দলীয়দের সমর্থন নিয়ে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উপনির্বাচনের ফল

বিশেষ প্রতিনিধি, ২১ জুন—সুতী ১নং ব্লকের ২৫নং বুথের পঞ্চায়েত উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। সুতী ১/২ জেলা পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন আর এস পি-র তুষারকান্তি ঘোষ (৭৪,৪)। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস (ই) দলের মহঃ আবদুল্লাকে ২৯০৩ ভোটে পরাজিত করেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি আসনের একটি পেয়েছেন আর এস পি, একটি নির্দল। পঞ্চায়েত সমিতির আসনটি পেয়েছেন সি পি এম। ৪ জুন এখানকার নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। ১৮ জুন পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধিকালীর সিদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রঘুনাথগঞ্জ থানার সিদ্ধিকালী গ্রামে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, গত সপ্তাহে সি পি এম ও বিরোধী

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অধ্যাপকের অব্যাহতি অভিযোক্তা অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাব-ডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট পরিমল ব্যানারজি চুরি, ছিনতাই ও প্রহারের অভিযোগে অভিযুক্ত অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের অধ্যাপক তপেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে অব্যাহতি দিয়েছেন। বীরভূম জেলার মুরারই থানার সারিয়া (ডাকঘর চাতরা) গ্রামের কাশীনাথ দাসের অভিযোগক্রমে তপনবাবুকে ২৭. ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯/৩২৩ ধারায় জঙ্গিপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, ২০০ টাকা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অধ্যক্ষকে শো-কজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : হায়ার সেকেণ্ডারী কোরসের এগজামিনেশন রেগুলেশন-এর ১৬ ধারা অনুসারে জঙ্গিপুর কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরকে জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফ আদালত থেকে এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে, ১৯ মে তিনি কাঞ্চন ঘোষ দস্তিদার নামে একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে যে নোটিশ দিয়েছেন, তা কেন বে-আইনী হবে না এবং তার উপর কেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে না দু'দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শান। অধ্যক্ষ ডঃ ধর আদালতের এই শো-কজের উত্তরে আদালতকে জানান যে,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব॥

অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই/১৩ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

ফরাক্কার নিরাপত্তা

ফরাক্কা বাঁধের নিরাপত্তা লইয়া নূতন করিয়া সমস্যা দেখা দিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে যে, বড় রকমের নাশকতার আশঙ্কায় ফরাক্কা বাঁধ এবং ফিডার ক্যানাল এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর ব্যবস্থা লইয়াছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জরুরী আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজারকে দিল্লীতে তলব করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে যে, ফিডার ক্যানালে মাছ ধরা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নিকট খবর আছে যে, মাছ ধরার ছদ্মবেশে কেহ বা কাহারা সেখানে নাশকতার কাজ করিতে পারেন। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কোন চক্রের সম্ভাবনার কথাও সরকারী মহল উড়াইয়া দিতে চাহেন নাই।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে তাহা দুশ্চিন্তার কারণ। বলা বাহুল্য, ফরাক্কা আজ কেবলমাত্র একটি গণ্ডগ্রাম নহে—সমগ্র পূর্বাঞ্চলের স্বার্থ এই বাঁধের সহিত জড়িত। সড়ক ও রেল পরিবহণে উত্তরবঙ্গ তথা আসামের সহিত সংযোগরক্ষাকারী সেতুর গুরুত্বও অসীম। সর্বোপরি ফরাক্কার নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তা। যে কোন মূল্যে সেই নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে নিষিদ্ধ এলাকায় জঙ্গিপুর মহকুমা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাছ ধরার দাবি প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে। গঙ্গা নদীতে ফরাক্কা বাঁধের এক মাইল উজানে ও এক মাইল ভাটিতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সর্বশেষ সংবাদ।

১৯৭৬ সালে বাঁধের উপর টাইম বোমা প্রাপ্তির পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই; উপরন্তু ১৯৭৭ সাল হইতে ফরাক্কার নিরাপত্তা কিছুটা শিথিল করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'সমুদ্র হইতে আকাশ' অভিযাত্রী স্যার এডমণ্ড হিলারীকে ফরাক্কার নিরাপত্তা বিষয়ে গোপন তথ্য জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। এই সকল ঘটনায় বুঝা যাইতেছে যে, ফরাক্কার নিরাপত্তার ব্যাপারে এতদিন যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এখন হঠাৎ মাথায় বাজ পড়িয়াছে। কর্তৃপক্ষ সজাগ হইয়াছেন। জেলা পুলিশকেও নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনরকম ঢিলেমি যাহাতে প্রশ্রয় না পায় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সিদ্ধিকালীর সিদ্ধি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পক্ষগণের মধ্যে কয়েকটি শর্তে গ্রাম্য সালিসীতে তার মীমাংসা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, মীমাংসার শর্ত হিসাবে সি পি এম সমর্থকদের কাছে কয়েকটি পরিবারের প্রধানদের ক্ষমা প্রার্থনা করে বারশো টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয় এবং জনৈক নিমাই মালকে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করা হয়। জানা যায়, বেশ কয়েকটি পরিবারকে একঘরে করে রাখা হয় এবং গ্রামের কোনো অধিবাসীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগে বাধা দেওয়া হয়। মজুর, রাখাল এমন কি দোকানে জিনিসপত্র কেনাতেও বাধা দেওয়া হয়। এই ধরনের 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা'র ঘটনায় প্রশাসন চিন্তিত হলেও কোন উপায় নাই বলে জনৈক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন। সি পি এম-এর লোকাল কমিটির সদস্যদের মধ্যেও অনেকে সিদ্ধিকালীতে তাঁদের সমর্থকদের বাড়াবাড়ির ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন বলে জানা গেছে। সিদ্ধিকালীর ঘটনা নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ শহরের বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। অনেকের মতে ফ্রন্ট সরকারের উচিত এই ধরনের 'বর্বরোচিত' ঘটনার প্রতিরোধ করা। অবশ্য সি পি এম-এর জনৈক নেতা সিদ্ধিকালীর ঘটনাকে 'জোতদারদের বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষের সংগ্রামের বাস্তব রূপ' বলে অভিহিত করেছেন।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

গুপ্তচরের ফরাক্কা টহল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পায়ার ফাঁক থেকে ফিরে আসা ডিঙ্গির কাছ থেকে উপরি আদায়। দিনে রাতে সমানে চলছে মাছ ধরা। মাছ ধরার অধিকার খর্ব করতে গিয়েই এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব—যার ফলে পরেশ হালদারের মৃত্যু। মারা পড়েছে জনৈক অবাঙালী মৎস্যজীবী বাঙ্গালী জেলেদের হাতে। এ কেমন তরো ঘটনা! যার হাতেই হোক অপমৃত্যু বেদনাদায়ক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালী-বিহারী মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা (পায়ার ফাঁকে) বিষয়ে ভাটা পড়েনি। তাদের কাছে বাঁধের নিরাপত্তার চাইতে পেটের নিরাপত্তাটাই বড় সম্ভবতঃ। কিন্তু দেশের কাছে কার নিরাপত্তা অগ্রাধিকার পাবে?

এবার রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের প্ল্যাটফরমে দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়। পেরিয়ে আসা দৃশ্য দেখা যাক আই এন টি ইউ সির ভূমিকা। বাঁধের পায়ার মধ্যে মাছ ধরার দাবী করতে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা, তাতে অভিনয় ভালই চলছিল। এক দৃশ্যে নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ ধরতে উস্কানি, অপর দৃশ্যে গ্রেফতার হওয়া জেলেদের জামিনে মুক্তির চেষ্টা থানা থেকে। বলে রাখা ভাল তখন দায়িত্ব ছিল সি আর পি-দের হাতে। এই বাঁধের নিষিদ্ধ এলাকা থেকে থানা অথবা জঙ্গিপুর কোর্ট এবং সেখান থেকে জামিনে মুক্তি। আবার 'আগে কেবা প্রাণ, করিবেক দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি' অবস্থায় গ্রেফতারবরণ দৃশ্যের পুনরাভিনয়। তাতে লাভ ছিল নেতাদের এবং…। পরের দৃশ্যে এক লাল রঙের উদয়। 'মারি মাছ না ছুঁই পানি' নীতিতে তাঁরাও চালালেন তাঁদের অভিনয়। এবার বেশ কয়েক মাস আগে যাঁরা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন তাঁদের উদ্দেশ্য এদের মাঝে একটি ঠাঁই ক'রে নেয়া স্থায়ীভাবে। ফলে উদয় মাত্রই রক্তাক্ত বিপ্লব। ইজারাদারকে প্রহার, থানা আক্রমণ, লুঠপাট ইত্যাদি। মৎস্যজীবীরা পেলেন মনের মতো মানুষ আর রাজনীতি-ব্যবসায়ী, যাঁদের নীতি 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস' কোরে ধ্বজা উড়ান। কাহাতা আছেন যেন তবলচির সাথে জুড়ি বাজনাদারের মতো তাঁদের পেছনে।

বেপরোয়াভাবে রাজনীতি-ব্যবসায়ীর বরাভয়ে আজো যারা মাছ ধরে চলেছে তারা হয় বিহারী অথবা পূর্ব বঙ্গাগত মৎস্যজীবী। ফরাক্কার আদি বাসিন্দা কোন মৎস্যজীবীই সেখানে মাছ ধরে না। সাহস করেনা।

এবার সবিনয় প্রশ্ন—রাজনীতি নিয়ে যাঁরা খেলছেন, তাঁদের কাছে কোনটি বড়—দেশের জন্য বাঁধের নিরাপত্তা অথবা পার্টির স্বার্থ, কোনটি?

বলে রাখি, বিদেশী গোয়েন্দা চর টহল মেরে গেছে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারিতে। কেন্দ্রের কাছ থেকে যখন ফরাক্কায় খবর পৌছুল তাদের ধরার, তখন পাখী উড়ে গেছে। কে বলতে পারে, এই কালিয়াচকের 'তেজেনের দলের মধ্যে অথবা বেপরোয়া মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিদেশী চরদের লেনদেন নেই অথবা নেই আনাগোনা?

চিকিৎসা 'পশুরও অধম'

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মীমাংসা করলেন, তারপর 'ফিরদৌসী, ফিরদৌসী, রাম নাম সাচ হ্যায়' হেঁকে শ্মশান মিছিল।

এই সূত্রে মনে পড়ে 'দূর থেকে শুনতে পেলাম সাত পরতা (স্তর) বাজনা; কাছে গিয়ে দেখি শুধু লাঠি আর লাদনা' গ্রাম্য চলতি কথাটি। বর্তমানে ঢাড্ডাশাহি হাসপাতালটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি 'রীলে সেন্টার'। কেউ ভর্তি হয়ে যদি পেচ্ছাব একটু বেশী করেছেন, তবে, সচকিত ডাক্তারবাবু তাকে সঙ্গে সঙ্গে মালদা হাসপাতালে রেফার করে দিবেন। কেন না, 'যদি পেচ্ছাব না থামে' এই আশঙ্কায়।

মন্তব্যটি বেখাপ্পা ঠেকবে হয়তো। কিন্তু বড় বাস্তব সত্য। অনেকে আবার ওটাকে পশু চিকিৎসালয় বলে মন্তব্য করেন। বলেন 'ওখানে মানুষ চাইতে পশুর ভাল চিকিৎসা হয় বা চিকিৎসা পদ্ধতিটি ওরই কাছাকাছি।'

অনৈক্যের সুর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃত্ব নিতে চলেছেন। সাগরদীঘির কোন একটি অঞ্চলে সি পি এম-এর জনৈক গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য দল ছাড়তে উদ্যোগী হয়েছেন বলে খবর এসেছে। এই ঘটনা প্রায় অঞ্চলেই ঘটতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

কর্ম্মখালির বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ ২নং/সুতী ১নং ও ২নং ব্লকের নিম্নলিখিত সমবায় সমিতির ম্যানেজার পদে নিয়োগের ব্যাপারে প্যানেল তৈরীর জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। পদের বিবরণ :— ম্যানেজার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা :— ন্যূনপক্ষে স্কুল ফাইন্যাল পাশ। কোন সমবায় শিক্ষণকেন্দ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অভিজ্ঞতা :— যে কোন সমবায় সমিতিতে ন্যূনপক্ষে এক বৎসর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

বয়স :— ৩১, ৭, ৭৮ তারিখে ৩০ বৎসরে অনধিক।

মাসিক বেতন :— উর্দ্ধপক্ষে ১৫০·০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

প্রার্থীগণকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সমিতির এলেকার বা নিকটবর্ত্তী এলেকার অধিবাসী হইতে হইবে এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও সাইকেল চালনায় দক্ষ হইতে হইবে। আবেদনকারীর নাম অবশ্যই স্থানীয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে পঞ্জীভুক্ত হইতে হইবে।

সমিতিতে কর্ম্মরত প্রার্থীগণ আবেদন করিতে পারেন এবং তাহাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্যতীত অন্যান্য সর্ত্ত প্রয়োজন-বোধে শিথিল করা যাইতে পারে।

আবেদনকারীকে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে পঞ্জীভুক্ত হওয়ার নম্বর দিয়া পার্শ্ব-লিখিত গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার-এর অফিসে আবেদনপত্র জমা দিতে হইবে। ইণ্টারভিউ-এর সময় অরিজিন্যাল কাগজপত্র দেখাইতে হইবে।

নির্বাচিত প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিই নিয়োগপত্র ও বেতন দিবে। এই বিষয়ে গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কোনরূপ দায়ী থাকিবে না।

ক্রঃ নং	সমিতির নাম	ব্লকের নাম	কোন অফিসে দরখাস্ত জমা দিতে হইবে।
১।	কাঁটাখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ	রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জঙ্গিপুর শাখা
২।	লক্ষ্মীকুলগাছি সঃ কৃঃ উন্নয়ন সমিতি লিঃ	ঐ	ঐ
৩।	সজনীপাড়া সঃ কৃঃ উঃ সঃ লিঃ	সুতী ১নং ব্লক	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আহিরণ শাখা।
৪।	মহেশাইল বামুয়া হাজীপুর সঃ কৃঃ উঃ সমিতি লিঃ	সুতী ২নং ব্লক	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অরঙ্গাবাদ শাখা।
৫।	জগতাই অঞ্চল সঃ কৃঃ উঃ সমিতি লিঃ	ঐ	ঐ
৬।	ফরিদপুর সমবায় কৃঃ উঃ সমিতি লিঃ	ঐ	ঐ
৭।	মুরালীপুকুর	ঐ	ঐ
৮।	ভাবকী	ঐ	ঐ
৯।	আমুহা	ঐ	ঐ
১০।	বাজিতপুর	ঐ	ঐ

স্বাঃ *দিলীপ মুখার্জী*
আঞ্চলিক ম্যানেজার,
গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বহরমপুর।

পাটে চাপান সার প্রয়োগ

পাট বোনার এক মাসের মধ্যে ৯ ইঞ্চি উঁচু চারা হলে নিড়ানী দিয়ে জমির আগাছা মুক্ত করুন এবং বাছ দেওয়ার কাজ শেষ করুন। বাছ দিতে দেরী করলে ফলন কম হবে। দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি পর্য্যন্ত চারা থেকে চারার দূরত্ব রেখে দরকার মত বাছ দিন। বাছ দেওয়ার পর একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন বা ১৮ কেজি ইউরিয়া শুকনো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন। ইউরিয়া যেন গাছের পাতায় না লাগে সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার তারপর ৪০—৪৫ দিনের মাথায় একর প্রতি আরও ৮ কেজি নাইট্রোজেন বা ১৮ কেজি ইউরিয়া জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে চাপান দিন। ইউরিয়া সার চাপান হিসাবে না দিয়ে জলে গুলে পাতায় স্প্রে করলে পাটের ফলন বেশী পাওয়া যায়। তাতে ইউরিয়া কম লাগবে। এক একর জমির পাট গাছের পাতায় একবার স্প্রে করার জন্য ৯ কেজি ইউরিয়া নীচে দেওয়া হিসাব মত জলে গুলে দিন।

ক) হাতে চালানো স্প্রেয়ার ব্যবহার করলে প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম ইউরিয়া গুলে নিন। ৯ কেজি ইউরিয়ার জন্য ৪৫০ লিটার (২৭ টিন) জল লাগবে।

খ) পেট্রোল চালিত স্প্রেয়ার ব্যবহার করলে প্রতি ৭½ লিঃ জলে ১ কেজি ইউরিয়া গুলে নিন। ৯ কেজি ইউরিয়ার জন্য ৬৮ লিটার জল লাগবে।

গ) বীজ বোনার ৪০—৪৫ দিনের মাথায় একবার এবং ৫০—৬০ দিনের মাথায় আর একবার মোট দুবার স্প্রে করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বোনার ৬০ দিনের পরই ইউরিয়া গোলা জল পাতায় স্প্রে করলে বিশেষ লাভ হবে না।

ঘ) বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন দিনের দুপুর বাদ দিয়ে সকাল এবং বিকালে স্প্রে করুন। হাওয়ার উল্টো দিকে স্প্রে করবেন না। এবং জোরে বাতাস বইলে স্প্রে করা সেই সময় বন্ধ রাখুন। স্প্রেয়ারের নজল উপর নীচে ঘুরিয়ে গাছের পাতার নীচের দিকে ভাল করে ভিজিয়ে দিন। স্প্রেয়ার ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে স্প্রে করলে ফল হবে না।

ঙ) মোট চাপানের পুরো নাইট্রোজেন পাতায় স্প্রে না করে অর্দ্ধেকটা প্রথম নিড়ানের পর মাটিতে দিয়ে বাকী অর্দ্ধেক দুবারে পাতায় আগের হিসাব মত স্প্রে করলে তবেই ভাল ফল পাওয়া যাবে।

চ) ইউরিয়া স্প্রে করার জলের সঙ্গে রোগ পোকার ওষুধ মিশিয়ে নেওয়া চলে। তাতে স্প্রে করার খরচ বাঁচে। কারণ এই সময় রোগ পোকার ওষুধ দেবার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্ত্তৃক প্রেরিত)

অধ্যক্ষকে শো-কজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংশ্লিষ্ট রেগুলেশনের ২৫ ধারায় শাস্তি-দানের ক্ষমতা আছে।

কাঞ্চন ঘোষ দস্তিদার ফরাক্কা বাঁধ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। এ বছর মে মাসে সে জঙ্গিপুর কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে। প্রকাশ, ১৯ মে কে মিষ্ট্রী সেকেণ্ড পেপারের পরীক্ষায় 'অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে' তার খাতা আটক করা হয়। অধ্যক্ষ ডঃ ধর আইনজীবী ললিতমোহন মুখারজির মাধ্যমে আদালতকে জানান যে, ইনভিজিলেটরের অসদুপায় অবলম্বনের রিপোরটের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

কাঞ্চনের পক্ষের আইনজীবী মুক্তা ঘোষাল জানান, খাতা কেড়ে নেওয়ার পর তখনই কাঞ্চনকে কিছু জানানো হয়নি। বাড়ী ফিরে যাবার পর সে অধ্যক্ষ ডঃ ধরের একটি নোটিশ পায়। ১৯ মে তারিখের সেই নোটিশে তাকে জানান হয় যে, তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং ১৯৭৮ সালে কোন পরীক্ষায় তাকে বসতে দেওয়া হবে না।

এগজামিনেশন রেগুলেশনের ১৬ ধারায় পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য কাউনসিলকে জানানোর এবং শুনানীর সুযোগদানের পর পরীক্ষার্থীকে শাস্তিদানের সংস্থান রয়েছে। ২৫ ধারায় কাউনসিলকে পরীক্ষার ব্যবস্থা করার এবং পরীক্ষার স্বার্থে নোটিশ, সারকুলার প্রভৃতি জারীর সংস্থান রয়েছে। এখানে অধ্যক্ষকে ১৬ ধারায় শো-কজ করা হয়েছে, অধ্যক্ষ ২৫ ধারায় জবাব দিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি আমার কাঁকুড়িয়া মৌজায় বসতবাটী ও দেবস্থান বাদে যাবতীয় সম্পত্তি যেমন পুকুর, ধানি-জমি, ডাঙ্গা বর্ত্তমান বাজার দরে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্ন-ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীঅনিল-কুমার চৌধুরী, গ্রাম কাঁকুড়িয়া, পোঃ ঘোড়শালা, জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞাপন

পুত্রলাভ! আজকের দিনে ২/৩টি সন্তানই যথেষ্ট। পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় যাতে সন্তান সংখ্যা বাড়িয়ে না চলেন, সেজন্য নিশ্চিত পুত্রলাভের উপায় জানুন। শতকরা ১০০ জনই এই উপায়ে পুত্রলাভ করেছেন। নিরাপদে সুপ্রসবের উপায় জানুন। লিখুন— দেবু রুদ্র, পোঃ রা জা ডা ঙ্গা, জিঃ জলপাইগুড়ি। পিন-৭৩৫২১৮

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ আফস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

বিকো
ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট
ডিলার : **ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর**
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

অধ্যাপকের অব্যাহতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে কাশীনাথ দাস ২৬ ফেব্রুয়ারী অরঙ্গাবাদ আসেন তাঁর শ্যালক বিশ্বজিৎ সরকারের জামিনের জন্য। কাশীনাথ-বাবুর ভাষায় সুখী পুলিশ 'মিথ্যা চুরির অভিযোগে' বিশ্বজিৎকে গ্রেপ্তার করে। তিনি থানায় গিয়ে ব্যর্থ হন এবং বিশ্বজিতের জামিনের ব্যাপারে অধ্যাপক তপন চৌধুরী ও তাঁর পত্নীর সাহায্যের জন্য আসেন। অরঙ্গাবাদ ডাকঘরের কাছে তাঁর সঙ্গে তপনবাবুর দেখা হয় এবং জামিনের কথা বলতেই তপনবাবু কাশীনাথ দাসকে গালি-গালাজ করেন, মারধোর করেন এবং ২০০ টাকা পকেট থেকে কেড়ে নেন।

১৬ জুন এই মামলার নিষ্পত্তি হয়। এস ডি জে এম পরিমল ব্যানার্জী অভিযুক্ত অধ্যাপককে অব্যাহতি দেন এবং মিথ্যা সংবাদ দিয়ে আদালতকে হয়রান করার দায়ে অভিযোক্তা কাশীনাথ দাসকে দণ্ডবিধির ২১১ ধারায় অভিযুক্ত করে ওই দিনই তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে, অধ্যাপক তপেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে অরঙ্গাবাদে মানবিক অধিকার রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়, মহকুমা শাসক ঘেরাও হন, অধ্যক্ষ-ছাত্র-অধ্যাপকসহ আরো অনেকে অভিযুক্ত হন, তিনটি মামলা রুজু করা হয়, সুতী থানার ও সি নিখিলেশ বিশ্বাসের বদলি দাবি করা হয় এবং তাঁকে বেলডাঙ্গা বদলি করা হয়।

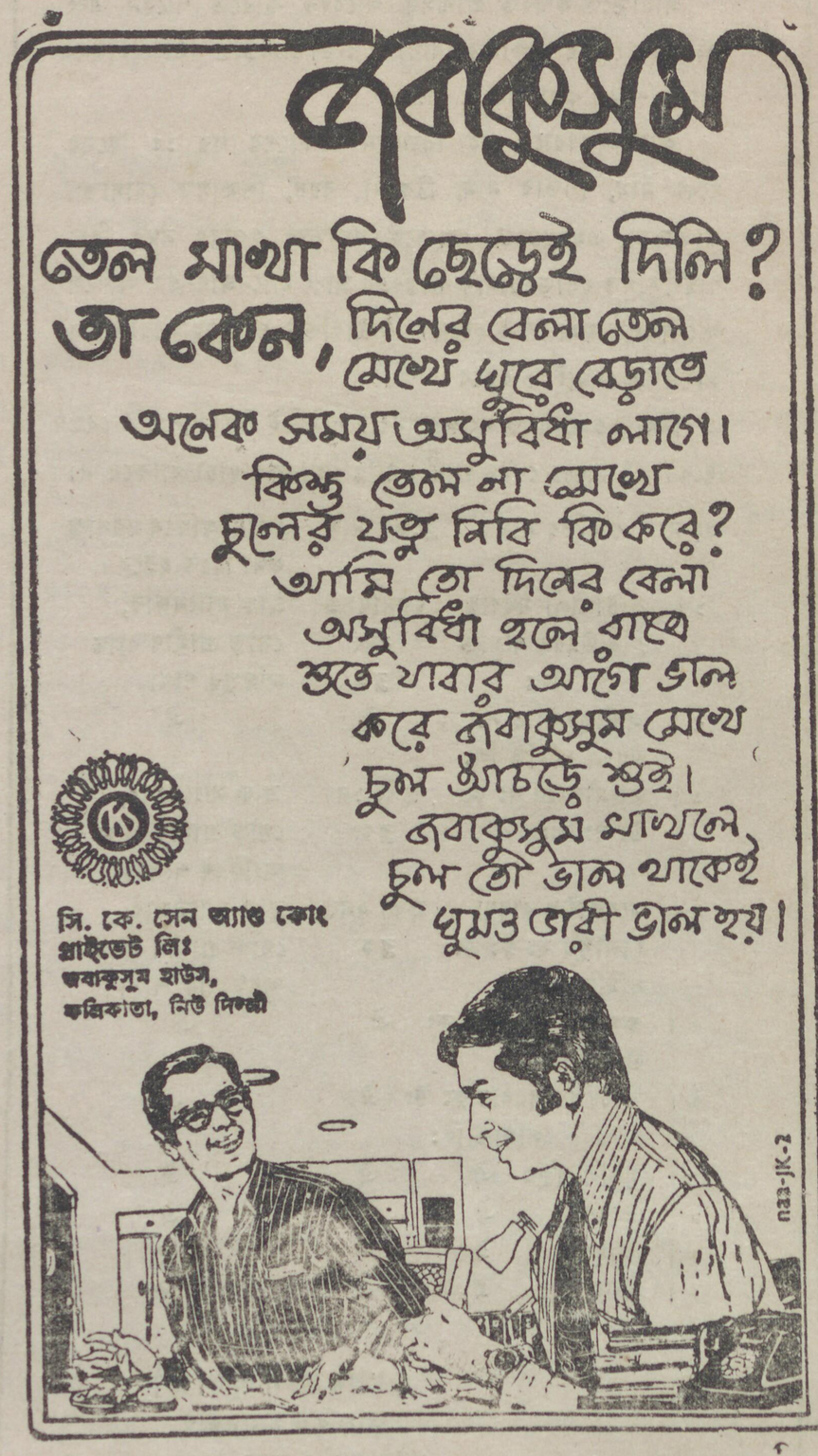

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পাণ্ড কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।